ইত্তেফাক

তারিখ ... 5/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 7 ...

শিক্ষকদের দাবী

পাক আমল হইতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র ক্লাসিকাল শিক্ষক বা প্রধান মৌলভিগণ সর্বদা সহকারী শিক্ষকের পরবর্তী স্কেল পাইয়া আসিতেছেন। সে আমলে যখন সহকারী শিক্ষকগণ (গ্রেড) ২০০ টাকার স্কেল পাইতেন তখন সিনিয়র ক্লাসিক্যাল পাইতেন ১৫০ টাকার। অতঃপর যখন সহকারী শিক্ষককে ২৭৫ টাকার স্কেলে নেওয়া হয় তখন উক্ত শিক্ষকগণ ২০০ টাকার স্কেলে পড়েন।

বাংলাদেশ আমলে জাতীয় পে কমিশন অনুযায়ী সহকারী শিক্ষকগণ ৩৭৫ টাকার স্কেলে পড়েন। অন্যদিকে এ শিক্ষকগণ পড়েন ৩১০ টাকার স্কেলে। পুনরায় যখন সহকারী শিক্ষকগণকে ৪৭০ টাকার স্কেলে স্থির করা হয় তখন এদেরকে ৩৭০ স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নব ঘোষিত স্কেলে সহকারী শিক্ষকগণ আছেন ৬২৫ টাকার স্কেলে আর এই হতভাগা শিক্ষকগণ পড়লেন ৪০০ টাকার কাতারে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইংরেজ আমলে এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষকদের স্কেল ও পদমর্যাদা সমমানের ছিল।

বর্তমানে আরও দেখা যাইতেছে যে, বেসরকারী স্কুলের উক্ত উভয় শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এতদ্ব্যতীত এস, এস, সি পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণের পারিশ্রমিকের হারও একই। শুধু এক্ষেত্রে ব্যবধান হইবার কারণ আমাদের বোধগম্য নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা এদের প্রতি চরম অবিচার ছাড়া আর কিছুই নহে।

অতএব, সবদিক বিচার বিবেচনা করিয়া সিনিয়র ক্লাসিক্যাল শিক্ষকগণকে সহকারী শিক্ষক (গ্রেড)-এর স্কেল ও পদমর্যাদা প্রদান করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

—মাওলানা আবুবকর, জয়নারায়ণপুর, নোয়াখালী।